নিকলাই নোসভ

শসা

নিকলাই নোসভ

শসা

ছবি- ইভান সেমিওনভ

অনুবাদ- বিশ্বরূপ সান্যাল

একদিন পাভলিক নদীতে মাছ ধরতে কোতকাকে সাথে নিল। কিন্তু সেদিন বরাত খারাপ, একটা মাছও ছিপে ধরা পড়ল না। ফেরার পথে ওরা যৌথ খামারের ক্ষেতে ঢুকে শসা তুলে পকেট ভর্তি করল। খামারের পাহারাদার ওদের দেখে হুইসিল বাজাতেই দুজনে দৌড়, দৌড়... বাড়ির পথে এসে পাভলিক ভাবল, পরের ক্ষেতের জিনিস নেবার কারণে বাড়িতে তো বকুনি জুটবে। এই ভেবে ও নিজের সব শসাগুলোই কোতকাকে দিয়ে দিল।

কোতকা মহা ফুর্তিতে বাড়ি ফিরল।

- মা, দেখ, তোমার জন্য শসা এনেছি।

কোতকার মা দেখে ছেলের পকেট ভর্তি শসা। কয়েকটা আবার কোমরেও গোঁজা। আর দুই হাতে দুটো ইয়া বড় শসা।

- এগুলো কোথায় পেলি?

- ক্ষেতে।

- কোন ক্ষেতে?

- ঐ তো, নদীর কাছে, যৌথ খামারের ক্ষেতে।

- কে অনুমতি দিল?

- কে আবার দেবে? আমি নিজে নিজেই তুলে নিয়েছি।

- তার মানে? চুরি করেছিস?

- চুরি কেন করব? এমনিই, পাভলিক তো নিচ্ছিল। আমার নিতে মানা নাকি? তাই আমিও নিয়েছি।

কোতকা পকেট থেকে এক এক করে শসাগুলো বের করতে লাগলো।

- দাঁড়া দাঁড়া! বের করিস না!— বললে মা।

- কেন?
- এখনি ওগুলো ফেরত দিয়ে আয়।
- কোথায় দিতে যাব? ওগুলো তো জমিতে ফলেছিল, আমি তুলেছি মাত্র। ওগুলো তো আর কোন মতেই নতুন করে গজাবে না।
- তা হোক, নিয়ে গিয়ে যেখান থেকে তুলেছিস, সেখানেই রেখে আসবি।
- তাহলে ওগুলো আমি ফেলে দিই।
- না, ফেলবি না। তুই এদের বুনিস নি, বড়ও করিস নি। তাই ফেলে দেবারও তোর অধিকার নেই।

কোতকা কান্না ধরল।

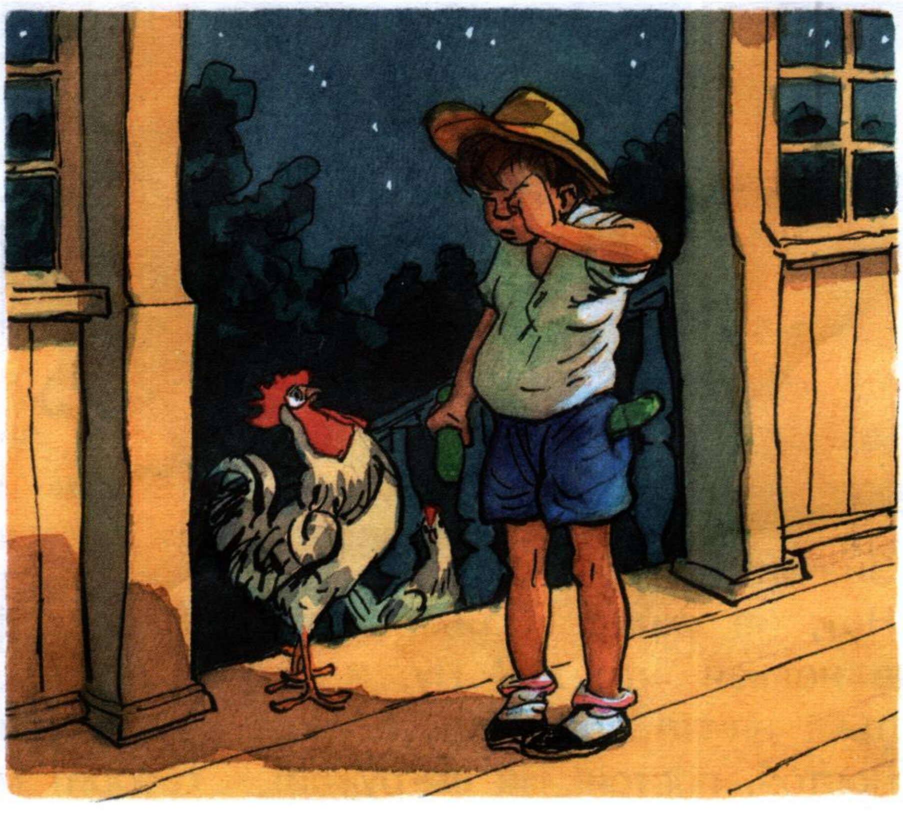

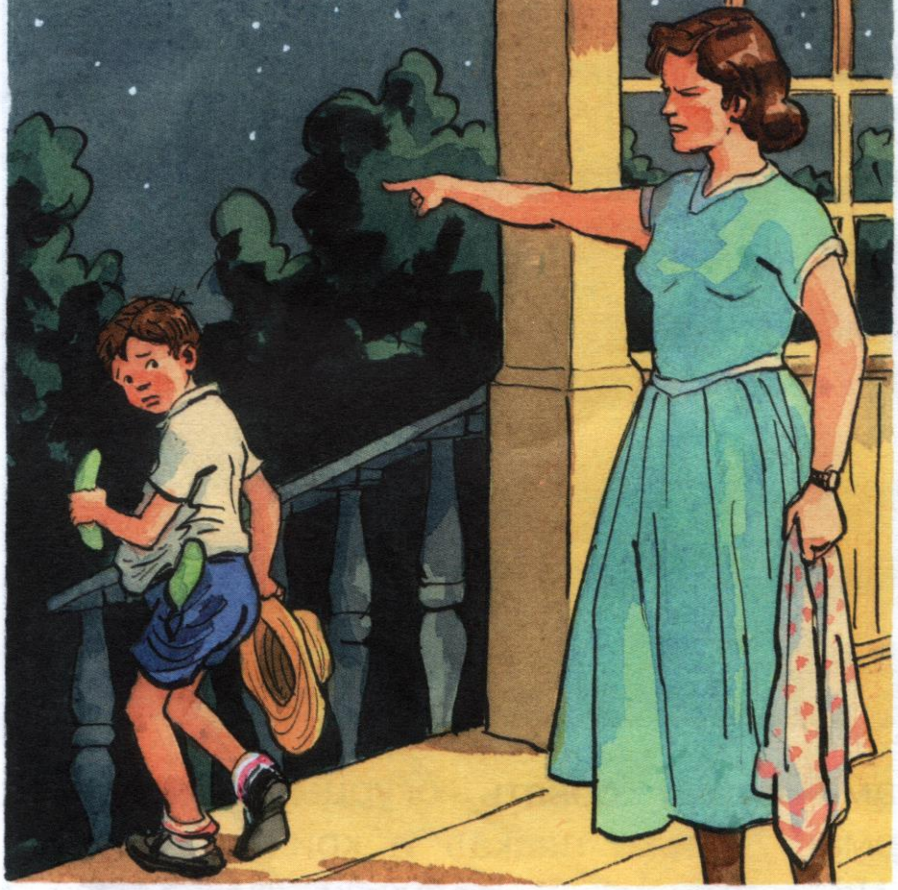

- ওখানে পাহারাদার আছে। ও আমাদের দেখে হুইসিল বাজাল বলে আমরা দৌড় দিয়েছি।

- দেখছিস তো, কি কাণ্ড করেছিস। ও তোদের ধরে ফেললে কি হত?

- ধরতেই পারতো না। একেবারে বুড়ো দাদু তো।

- লজ্জা করে না? — বললে মা।— ঐ দাদুর দায়িত্বে শসাগুলো আছে। যদি জানাজানি হয়, যে শসা খোয়া গেছে, তাহলে তো ঐ দাদুকেই দোষী করবে। সেটা কি ভাল হবে?

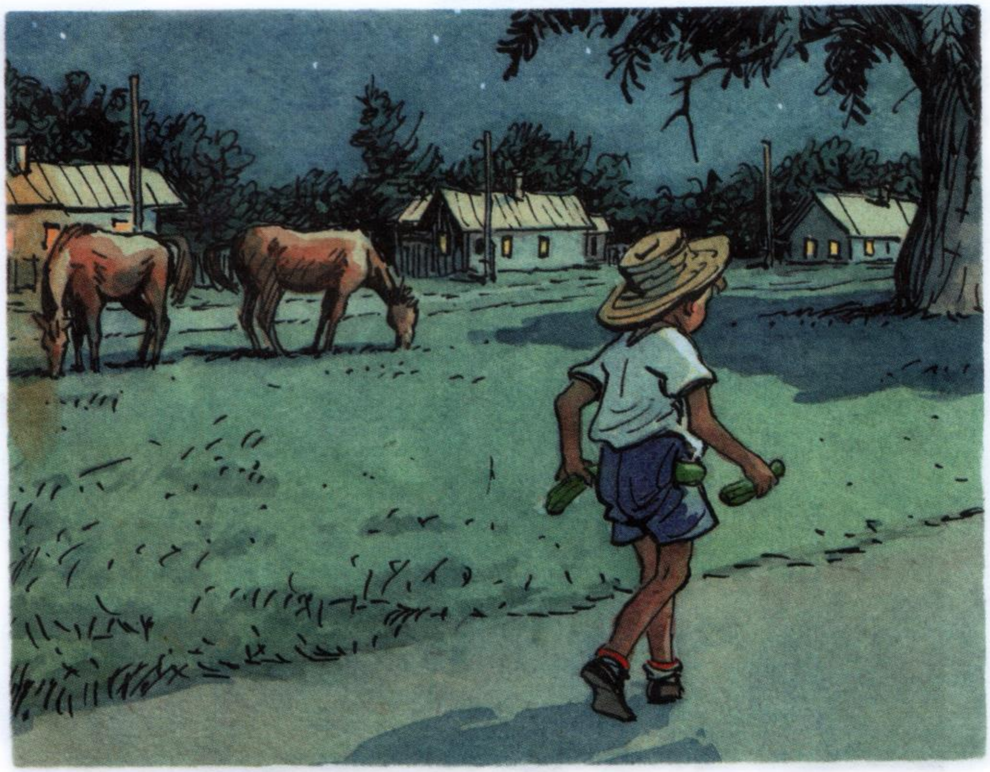

মা শসাগুলো কোতকার পকেটে ঢোকাতে লাগলো।
কোতকা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল-
- আমি যাব না। দাদুর কাছে বন্দুক আছে। আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে।
- ফেললে ফেলবে। চোর ছেলের চেয়ে আমার কোন ছেলে না থাকলেও হবে।
- ও মা, তাহলে আমার সাথে চলো না! বাইরে এখন অন্ধকার, আমার ভয় লাগছে।
- নেবার সময় ভয় লাগেনি?
যে দুটো শসা পকেটে আঁটে নি, সেগুলো কোতকার হাতে দিয়ে মা ওকে দরজার বাইরে নিয়ে এল।

- হয় শসাগুলো দিয়ে আসবি, নয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবি। এমন ছেলে আমি চাই না।

কোতকা পিছন ফিরে ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে রওনা দিল।

চারদিকে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার।

- এখানে খাদে ফেলে দিয়ে আসি, বলব যে ফেরত দিয়ে এসেছি।– এই ভেবে কোতকা চারদিক দেখতে লাগলো, কেউ আছে কি না।– নাহ, দিয়েই আসি। কে আবার দেখে ফেলবে, তারপরে বুড়োর দোষ হবে।

কোতকা পথে যেতে যেতে কাঁদতে লাগলো। খুব ভয় করছিল ওর।
“ পাভলিকের তো সব ভালো।- মনে মনে ভাবল কোতকা- ও নিজের শসাগুলো আমাকে দিয়ে নিজে দিব্যি বাড়িতে বসে আছে। ওর নিশ্চয় ভয় করছে না।”

গ্রাম থেকে বেরিয়ে কোতকা মাঠের পথে ধরল। চারিদিকে কোন জনমানুষ নেই। ভয়ের ঠ্যালায় ওর মনেই নেই, কখন ও সেই ক্ষেতে পৌঁছে গেছে।

পাহারাদার ওর শব্দ শুনে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল,
- কাঁদছিস কেন?
- দাদু, আমি শসা ফেরত এনেছি।
- কোন শসা?

- যেগুলো আমি আর পাভলিক তুলেছিলাম৷ মা বলেছে এগুলো ফেরত দিয়ে যেতে৷
- দেখ দেখি কাণ্ড! — অবাক হয়ে বুড়ো বললে— মানে, আমি তোদের দেখেই হুইসিল বাজিয়েছিলাম, তবু তোরা শসা নিয়ে পালালি? খুব অন্যায়!

- পাভলিক নিচ্ছিল, ওর দেখা দেখি আমিও নিলাম। পরে ও আমাকে নিজের গুলোও সব দিয়ে দিলো।

- তুই পাভলিকের দিকে না দেখে নিজে বোঝ, কোন কাজটা ঠিক। এমন কাজ আর করিস না। দে, শসাগুলো দিয়ে এখন বাড়ি যা।

কোতকা শসাগুলো বের করে জমির ওপরে রাখল।

বুড়ো জিজ্ঞেস করল- ব্যস? এই কটা?

- না, একটা কম আছে।— বলতে গিয়ে কোতকা আবার কেঁদে উঠল।

- কেন? কম কেন? কোথায় গেল সেটা?

- একটা আমি খেয়ে ফেলেছি দাদু! কি হবে এখন?
- কি আর হবে? কিছুই হবে না। খেয়ে ফেলেছিস, বেশ করেছিস। ভালো হয়েছে।
- দাদু, তোমার তাতে কিছু হবে না তো? একটা যে কম?
দাদু হেসে উঠল।
- কি সব ব্যাপার স্যাপার। না, একটা শসার জন্য কিছু হবে না। বাকিগুলো না আনলে কিছু হত।

কোতকা বাড়ির দিকে দৌড় দিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে দূর থেকে চিৎকার করল,

- দাদু, দাদু!
- আবার কি হল রে?
- ঐ যে, যেটা আমি খেয়ে ফেলেছি– সেটা কি আমি চুরি করেছি?

- হুম... কঠিন প্রশ্ন। ধরে নে চুরি করিস নি।
- তা কি করে হবে?
- এই, ধর, ওটা আমি তোকে দিয়েছি।
- ধন্যবাদ দাদু! আমি চললাম!
- হ্যাঁ রে, যা তুই, বাড়ি যা এখন।

কোতকা এক দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে, নালা পেরিয়ে, নদীর ওপরের সাঁকো পেরিয়ে, গ্রামে পৌঁছে ধীরে সুস্থে হেঁটে বাড়ি ফিরল। উফ! মনে তখন কি শান্তি!

নিকলাই নোসভ

শসা

অনুবাদক বিশ্বরূপ সান্যাল

ছবি ইভান সেমিওনভ

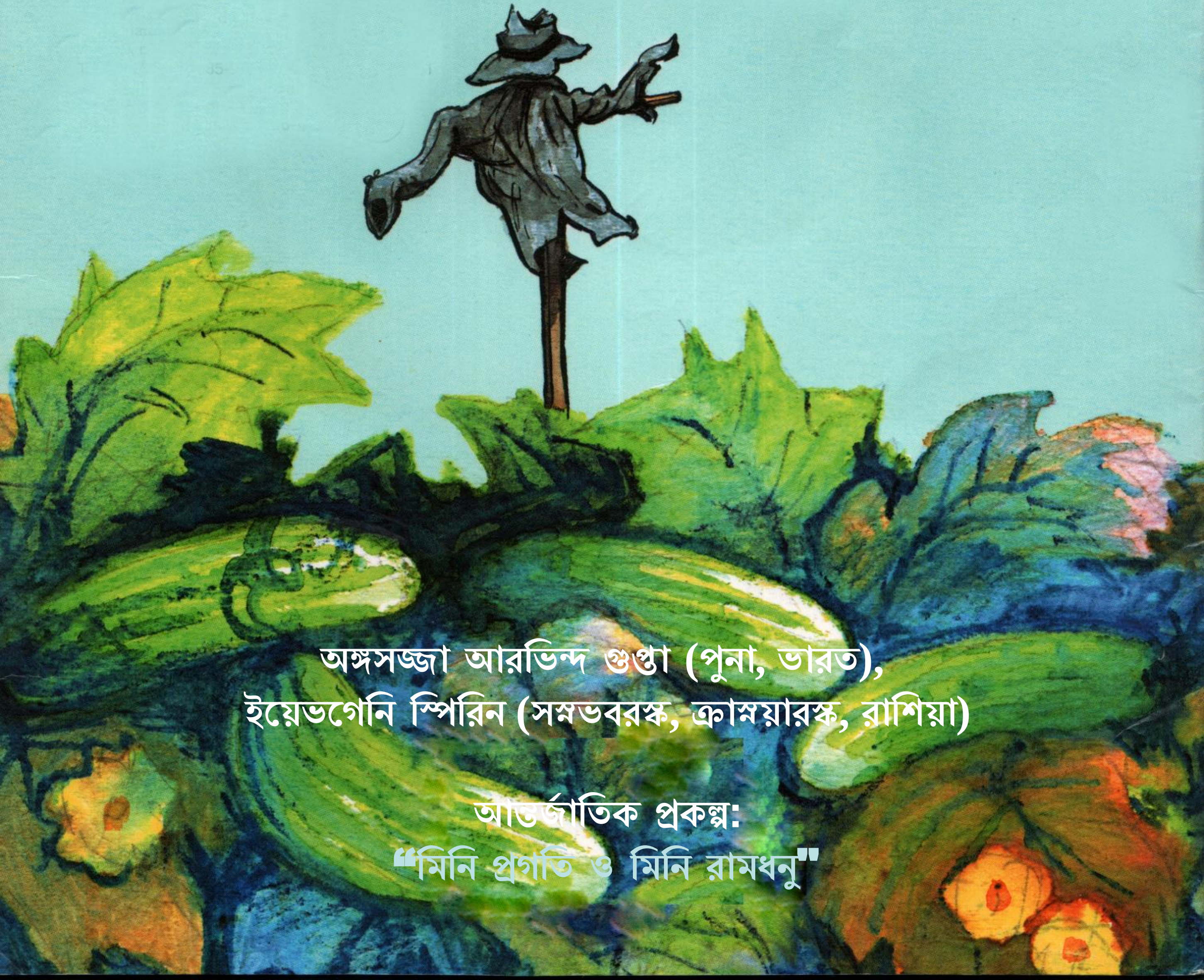

অঙ্গসজ্জা আরভিন্দ গুপ্তা (পুনা, ভারত),
ইয়েভগেনি স্পিরিন (সস্নভবরস্ক, ক্রাস্নয়ারস্ক, রাশিয়া)

আন্তর্জাতিক প্রকল্প:
"মিনি প্রগতি ও মিনি রামধনু"